জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

নতুন কমিটির অপেক্ষায়

কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে স্থবিরতা বিরাজ করছে। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে নেতা-কর্মীরা। নয়া কমিটি ঘোষণা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা মেরুকরণ। তবে আগামী কমিটিতে দক্ষ, মেধাবী, নিয়মিত ছাত্রদেরই নেতৃত্বে নিয়ে আসার দাবী সকল মহলের... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে চলছে স্থবিরতা। ক্রমেই হতাশা বাড়ছে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঝে। ভেঙ্গে পড়ছে দলের চেইন অব কমান্ড। নেতা কর্মীরা জড়িয়ে পড়ছে গ্রুপিং-এ। সংগঠনের কার্যক্রম না থাকায় কেন্দ্রীয় নেতারা ব্যস্ত তদবিরে। তবে নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রদলের কার্যক্রমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভাবছেন। চলছে নতুন কমিটির জন্য তৎপরতা। দলের হাইকমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পন্ন, মেধাবী, নিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার কথা ভাবছেন। একারণে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ছাত্রদলের নেতাদের বায়োডাটা সংগ্রহ করছে। তবে ছাত্রদলের নতুন কমিটি নিয়ে চলছে দ্বন্দ্ব। ছাত্রলীগের সম্মেলনের পর ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা হতে পারে।

ছাত্রদল : ধারাবাহিক যাত্রা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের '৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতি সংগঠনটির ভিত্তিক আদর্শিক মূলমন্ত্র। আশির দশকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলের জোয়ার সৃষ্টি হয়। '৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ছাত্রদল সবকটি আসন জিতে নেয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে সংগঠনটি রাখে অগ্রণী ভূমিকা। এরশাদের সামরিক আইনে থাকাবস্থায় '৮২ সালের ২৩ মার্চ ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। তবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই ছাত্রদলের মধ্যে শুরু হয় মেরুকরণ। মূল রাজনৈতিক দল বিএনপি'র আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রভাব ফেলে ছাত্রদলের ওপর। বিএনপি'র ভেতর প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত যে দুটি গ্রুপ রয়েছে, এই গ্রুপ দুটি ছাত্রদলের ভেতর নিজেদের সমর্থক ধারা সৃষ্টি করে।

গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ছাত্রদলের ইতিহাসে একবারই কাউন্সিলদের ভোটে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে ১৯৯৩ সালে এ কমিটি গঠন করা হয়। এতে রিজভী আহমেদ সভাপতি ও ইলিয়াস আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মিলন সভাপতি পদে ও নাজিম উদ্দীন আলম সাধারণ সম্পাদক পদে পরাজিত হন। গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ভোটের ব্যবস্থা করা হলেও শেষ পর্যন্ত দুটি লাশের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত কমিটির কার্যক্রম শেষ হয়েছিলো। কমিটি গঠনের মাত্র আড়াই মাসের মাথায় নিহত হয়েছিলেন ফজলুল হক হলের পাভেল ও সূর্যসেন হলের জিন্নাহ। বিএনপি'র হাইকমান্ড তখন প্রথমবারে মতো ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। এ ঘটনার নয় মাস পর নির্বাচনে পরাজিত মিলনকে সভাপতি ও আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি পুনর্গঠিত হয়। মিলন ও আলমের কমিটি ভেঙে দেয়ার আগ্রহ থেকে শুরু হয় শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও তৎকালীন ঢাকা মহানগর ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এসময় বিএনপি'র প্রগতিশীল অংশের শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশে নাসিরউদ্দীন আহমেদ পিন্টুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে এ্যানিকে সভাপতি ও হাবিব-উন-নবী সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নাসিরউদ্দিন পিন্টু এ সময় সাধারণ সম্পাদকের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে। সহ-সভাপতি পদ লাভ করেন। এ্যানি-সোহেল কমিটি ঘোষণার পরই পিন্টু পরোক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বেড়ে যায় ছাত্রদলে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে '৯৭ সালের ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফ হোসাইন তাজ নামে একজন ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

'৯৮ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলন করতে ছাত্রদলের তৎকালীন সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল দীর্ঘ ৫ মাস কারাগারে আটক থাকেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরে ছাত্রদলের কর্মকান্ডে স্থবিরতা নেমে আসে। এ স্থবিরতার সুযোগে বিএনপি নেতৃত্বের কট্টরপন্থি গ্রুপের প্রত্যক্ষ

'ছাত্রদলের নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সারা দেশব্যাপী মেধাবী ছাত্রদের যে অনুভূতি ও আবেগ সেটাই বিএনপি'র হাইকমান্ডের মাধ্যমে প্রতিফলন হোক। এটাই নেতা কর্মীদের প্রত্যাশা'

মনির হোসেন
সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়তায় নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে ছাত্রদলের নেতৃত্বের পরিবর্তন আনেন। এসময় সোহেলকে সভাপতি ও পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠন করার সময় ৩৮টি মামলায় জামিন পেয়ে এ্যানি কারাগারের বাইরে ছিলেন। অন্যদিকে সোহেল তখনও আটক ছিলেন। ফলে নাসিরউদ্দিন পিন্টু ইচ্ছামতো কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিজের সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। গঠনতন্ত্রকে লংঘন করে এ সময়ে ২শ' ১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অছাত্ররা চলে আসে। কমিটিতে ভালো অবস্থান পেতে ব্যর্থ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তারা সাহাবুদ্দিন লাল্টুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় এ কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পিন্টুকে ক্যাম্পাস অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। ফলে ছাত্রদল আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলনের সময় অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। আন্দোলনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়। এসময় ছাত্রদল একীভূত করতে এগিয়ে আসেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত বছর ২৫ মে নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে সভাপতি ও সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে সমঝোতা কমিটি গঠন করে দেন।

এ সমঝোতায় আত্মাহুতি দিতে হয় বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেলকে। নতুন কমিটি অনুমোদনের পর ছাত্রদলের ২৫১ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও পত্রিকায় দেয়া হয়। তবে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তখনও ২১৯ জনের নাম উল্লেখ ছিল। ঘোষণা পূর্ণাঙ্গ হতে তখনও প্রয়োজন ছিল ৩২ জন নেতার নাম ঘোষণা। কমিটি নিয়ে দুই নেতার সমঝোতা হয়। এই সমঝোতায় কমিটির পরিধি আরো বেড়ে যায়। পরে গণহারে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কমিটির শেষ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৬। কমিটির সভাপতি ৪২, সহ-সাধারণ সম্পাদক ৬৩, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংখ্যা ২২, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৬ জন। সমঝোতায় কমিটি করতে গিয়ে বিবাহিত বয়োবৃদ্ধ অছাত্রদের অনেকে কমিটিতে স্থান করে নেয়। বর্তমান ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের বেশ কয়েকজন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেছে। কেউবা বিয়ে করে সংসার

'আমরা অবশ্যই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নেতৃত্ব চাই। তাদের অবশ্যই সাংগঠনিক দক্ষতা থাকতে হবে। নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। ছাত্রদলের আদর্শের প্রতি থাকতে হবে পূর্ণ আস্থা'

এবিএম মোশাররফ
সাংগঠনিক সম্পাদক,
কেন্দ্রীয় কমিটি

পেতেছে। ব্যবসা ও কন্ট্রাক্টরি করতে গিয়ে সংগঠনে সময় দিতে পারছে না।

সংগঠনে চেইন অব কমান্ড না থাকায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ছাত্রদল নির্বাচনের পর বেশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ছেড়ে দেয়া হলগুলো দখল করে নেয়। জগন্নাথ হল পুনরায় দখল করতে গিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেয়। অভিযোগ ওঠে চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজির। এ কারণে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কর্মকান্ড স্থগিত ঘোষণা করেন।

সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ছাত্রদলে স্থবিরতা কাজ করছে। আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী জেল খেটেছে। নির্যাতন ভোগ করেছে। পার্টিতে এখন মূল্যায়ন না পেয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। ছাত্রদলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি সংগঠনের পদত্যাগী সভাপতি মোঃ নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমি তো সংগঠন থেকে পদত্যাগ করছি। দলের চেয়ারপারসন সংগঠন নিয়ে যা ভালো মনে করেন তাই করবেন।'

ছাত্রদলের নয়া কমিটি

১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি'র নির্বাচনী অফিস হাওয়া ভবন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জোট সফলভাবে এ অফিস থেকেই নির্বাচনী প্রচার চালায়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় হাওয়া ভবনের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। সরকার পরিচালনায়

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র

চেয়ারপারসনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

৬ : (১) বাংলাদেশের যে কোনো মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অধ্যয়নরত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সংগঠনের নিয়ম-কানুন প্রতিপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবে।

১৮ : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল'-এর অঙ্গ সংগঠন। কাজেই ছাত্রদল মূল দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করবে। চেয়ারপারসন বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল কিংবা কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত করে নতুন পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। চেয়ারপারসন ছাত্রদলের সংবিধানের যেকোনো অনুচ্ছেদ, ধারা-উপধারা স্থগিত, সংযোজন-বিয়োজন, প্রয়োজনে সংবিধান বাতিল করতে পারবেন।

১৪ (ঘ) কেন্দ্রীয় সংসদের ক্ষেত্রে দলীয় চেয়ারপারসন একজনকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করবেন।

১৫ (ঘ) কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে গ্রহণ, সংশোধন ও সংযোজন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। জাতীয় কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক রিপোর্ট উপস্থাপনা করবেন। জাতীয় কাউন্সিলের কাছে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক জবাবদিহি করবেন।

১৭ : ৫৬ জন কর্মকর্তা ও ৪৪ জন সদস্য/সদস্যাসহ ১০১ জনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে।

এ ভবনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ছাত্রদলের কমিটি গঠনে হাওয়া ভবনের ভূমিকা রাখবে বলে জানা গেছে। তারেক রহমানের খুব কাছের লোক বলে পরিচিত সাইফুর রহমান নিউটন ও গিয়াস উদ্দীন মামুন। হাওয়া ভবন বিরোধী গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোসাদ্দেক হোসেন ফালু, হারিছ চৌধুরী। ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে তারাও তৎপর। ছাত্রদলের কমিটি গঠনে দলের মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, খন্দকার মোশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা এখন সংগঠনে পদ পেতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে লবিংয়ে তৎপর।

নয়া কমিটিতে সভাপতি পদ লাভের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মনির হোসেন, মঞ্জুর-এ-এলাহী, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আজিজুল বারী হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ, সুলতান সালাউদ্দীন টুকু, সাধারণ সম্পাদক পদ পেতে তৎপর সাহাবুদ্দিন লাল্টু, আমিনুল ইসলাম আমিন, বেনজীর আহমেদ টিটো, গোলাম হাফিজ নাহিন, যুগ্ম সম্পাদক শামসুজ্জামান মেহেদী, আমিরুল ইসলাম আলীম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হায়াত খান মুকি, ফরহাদ হোসেন আজাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির জন্য তৎপর কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত কুন্ডু, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আলী হায়দার লেলিন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। সেক্রেটারির জন্য লবিং করছেন আসাদুজ্জামান আসাদ, রফিকুল ইসলাম লিটন, নূরুল ইসলাম নয়ন। সাংগঠনিক সম্পাদক হতে তৎপরতা চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক মুসফেক উদ্দিন টগর, জিয়া হলের সভাপতি আমিরুজ্জামান শিমুল, জসীম উদ্‌দীন হলের সভাপতি আতিকুর রহমান, শহীদুল্লাহ হলের সভাপতি শহীদুল্লাহ ইমরান, সূর্যসেন হলের সেক্রেটারি শওকত আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নূরুল ইসলাম নয়নের বেশ ভাল অবস্থা।

মেধাবী ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে ছাত্রদলের মাঠপর্যায় নেতাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি মনির হোসেনের পরিচিতি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সাধারণ ছাত্ররা তাকে কাছে পাচ্ছে। ক্যাম্পাসে রয়েছে বেশ পরিচিতি। বিএনপি'র কেন্দ্রীয় হাইকামান্ডের সঙ্গেও মনির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এ কারণে অনেকেই তাকে আগামীতে ছাত্রদলের সভাপতি বলে ভাবছেন। প্রতিযোগিতার দৌড়ে এগিয়ে আছেন আজিজুল বারী হেলাল। সংগঠনে বেশ শক্ত ভিত সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের। মেধাবী ছাত্রনেতা হিসেবে ছাত্রদলে পরিচিতি রয়েছে যুগ্ম সম্পাদক শামসুজ্জমান খান মেহেদীর। এম ফিলের ছাত্র মেহেদী '৯৫-'৯৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। মেধাবী ও দক্ষ নেতা হিসাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হায়াত খান মুকি পরিচিতি রয়েছে। ক্ষমতাসীন থাকার কারণে ছাত্রদলের জন্য এখন তার মতো নেতা প্রয়োজন। বাহাদুর বেপারীর মতো ছাত্রকে ছাত্রলীগের সভাপতি করার জন্য শেখ হাসিনা প্রশংসিত হয়েছিলেন। ঠিক একই কারণে বুয়েট অথবা মেডিকেল কিংবা ঢাবি নিয়মিত ছাত্রকে নেতৃত্বে আনলে সেই সিদ্ধান্ত বিএনপি'র জন্য অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে।

আগামীতে ছাত্রদলের জন্য কেমন নেতৃত্ব প্রয়োজন? এ প্রশ্নের জবাবে সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ বলেন, আমরা অবশ্যই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নেতৃত্ব চাই। তার অবশ্যই সাংগঠনিক দক্ষতা থাকতে হবে। নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। আগামীতে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হবে কি না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গঠনতন্ত্রের একটি ধারায় রয়েছে কাউন্সিলরদের গোপন ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন। অন্যটি গঠনতন্ত্রের ১৮ নং ধারায়। এ ধারায় বলা হয়েছে, দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনে বিএনপির চেয়ারপারসন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল কিংবা কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত করে নতুন পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। বিগত দিনে দ্বিতীয় ধারাটি অনুকরণ করা হয়েছে। এ বছরও চেয়ারপারসন কমিটি গঠন করবেন বলে আশা করছি। ছাত্রদলের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে সংগঠনের সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ২০০০কে বলেন, আমরা এমন নেতা চাই যে ছাত্রদলের রাজনীতিতে পরীক্ষিত। তাকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। বর্তমান সংগঠনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকায় চেইন অব কমান্ড ভেঙে গেছে। নেতাদের কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ছাত্রদলের

'বুয়েটের যারা ছাত্র তারা সবাই মেধাবী, সৃজনশীল, নির্মল মনের অধিকারী। তারায় পূরণ করতে পারে জাতির সব আশা ও স্বপ্ন। ভীরুতা, দুর্বলতা, লোভ-লালসাকে দলিত মথিত করে, ওরাই হতে পারে দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার ও জাতির অহঙ্কার। দূর করে দিতে পারে ছাত্র রাজনীতির সব কলুষ'

মোজাম্মেল হায়াত খান মুকি
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশল বিশ্ব:

'ছাত্রদলের নেতৃত্বে দক্ষ, মেধাবী, নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে আসতে হবে। ওয়ার্ডভিত্তিক নয়, ছাত্রদলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ শুধু টেন্ডারবাজি– এ ধারা থেকেও সরে আসতে হবে'

শামসুজ্জামান মেহেদী
যুগ্ম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির

কর্মীরা বুঝতে পারছে না তাদের কি কাজ করা উচিত। ছাত্রদলের গ্রুপিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রদল দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। ছাত্রদলে কোনো গ্রুপিং নেই। ছাত্রদলের কমিটির প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মনির হোসেন বলেন, ছাত্রদলের নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সারা দেশব্যাপী মেধাবী ছাত্রদের যে অনুভূতি ও আবেগ সেটাই বিএনপি'র হাইকমান্ডের মাধ্যমে প্রতিফলন হোক। এটাই নেতা কর্মীদের প্রত্যাশা। আমরা দুঃসময়ে অনেক চড়াই, উৎরাই পেরিয়ে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে ছাত্রদলকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করছি। এই দুঃসহনশীল পরিক্রমায় নেতা কর্মীদের কতটুকু আলোড়িত করেছে, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তই বিচার করবে। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারায় এবং নতুন উপলব্ধিতে আমি বিএনপি নেতৃবৃন্দের ওপর আস্থা রেখে বলতে চাই আমি দায়িত্ব পেলে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করবো। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শামসুজ্জামান মেহেদী ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের নেতৃত্বে দক্ষ, মেধাবী, নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে আসতে হবে। ওয়ার্ডভিত্তিক নয়, ছাত্রদলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ শুধু টেন্ডারবাজি– এ ধারা থেকেও সরে আসতে হবে।

ছাত্রদলের আগামী দিনের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হায়াত খান মুকি ২০০০ কে বলেন, 'জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যারা করবে তাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। হতে হবে সাহসী। মুখে বলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা যাবে না। দেশনেত্রীর চোখের তারায় আধুনিক ও সমৃদ্ধ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দুলছে সেই স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিতে হবে মেধাবী, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক ছাত্রদের চোখের তারায় তারায়। এ জন্য সংগঠনকে যোগ্য নেতৃত্বে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, ছাত্র অবস্থায় বিয়েশাদি করে ঘর সাজানো নয়, ছাত্ররাজনীতি বিত্তের বৈভবে সমৃদ্ধ করতে হবে নিজেদের। দেশপ্রেম, শ্রম, সাধনা দিয়ে নির্মাণ করতে হবে সার্বভৌম বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সজানো দালান। বুয়েটের

'সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকায় চেইন অব কমান্ড ভেঙে গেছে। নেতাদের কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ছাত্রদলের কর্মীরা বুঝতে পারছে না তাদের কি কাজ করা উচিত। ছাত্রদল দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। ছাত্রদলে কোনো গ্রুপিং নেই'

আজিজুল বারী হেলাল
সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি

যারা ছাত্র তারা সবাই মেধাবী, সৃজনশীল, নির্মল মনের অধিকারী। তারায় পূরণ করতে পারে জাতির সব আশা ও স্বপ্ন। ভীরুতা, দুর্বলতা, লোভ-লালসাকে দলিত মথিত করে, ওরাই হতে পারে দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার ও জাতির অহঙ্কার। দূর করে দিতে পারে ছাত্র রাজনীতির সব কলুষ।

যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত কুন্ডু ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে দক্ষ নেতৃত্ব প্রয়োজন। সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুল কাওসার ২০০০কে বলেন, আমরা আগামীতে শুধু ছাত্রদের কমিটি চাই। যারা ছাত্র রাজনীতিতে সুষ্ঠু ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলাম তারেক বলেন, ছাত্রলীগের সম্মেলন হচ্ছে। তারা সংগঠনকে আবার চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। আমাদের নতুন কমিটি ঘোষণা না হলে সংগঠনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হবে। পাঁচ বছর অনেক নেতা কর্মী রাজপথে আন্দোলন করেছে। দল ক্ষমতায়। এখন তারা হিসাবে কষছে কি পেল। যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ আহমেদ বলেন, বিবাহিত, সন্তানের জনক, অছাত্র, ব্যবসায়ীদের আগামীতে ছাত্রদলের কমিটিতে নিয়ে আসা উচিত হবে না।

ছাত্রদলের কমিটিতে এখন বেশ চাপের মুখে আছে মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতারা। মহানগর ছাত্রদলের রাজনীতি করায় গত কমিটিতে তাদের ভালো অবস্থান ছিল। তারা অনেক আগেই ছাত্রত্ব হারিয়েছেন। কয়েক সন্তানের জনক হয়েছেন। ব্যবসা ও টেন্ডারবাজি তাদের কাজ। ছাত্রদলের সাইনবোর্ডটি তারা শুধু ব্যবহার করেন। আগামী কমিটিতে এ ধরনের নেতারা স্থান পাবে না বলেই ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা আশা করছে। জানা গেছে, ছাত্র শিবির ও জামায়াত সমর্থক নিয়ে ছাত্রদলের একটি অংশ কেন্দ্রীয় কমিটি ভালো অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছে।

অবশ্য শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি শীঘ্রই হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে নিয়মিত এবং ভদ্র ইমেজের ছাত্রদের বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নেতৃত্বে আনলে তা ক্ষমতাসীন সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে।